ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে সাংবাদিক সম্মেলনে কমরেড সৌমেন বসুর বিবৃতি

১৪ জুলাই দলের কেন্দ্রীয় অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু বলেন, প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেল প্রথা এ রাজ্যে পুনরায় চালু করার দাবিতে দীর্ঘ দিন ধরে একের পর এক আন্দোলনের পর আগামী ১৭ জুলাই রাজ্যব্যাপী ১২ ঘণ্টার সাধারণ ধর্মঘটের যে আহ্বান আমাদের দল জানিয়েছিল— তাতে এই বাংলার প্রতিটি স্তরের মানুষের আবেগময় সমর্থনে আমরা অভিভূত এবং অনুপ্রাণিত। সাধারণ মানুষ অনুভব করেছেন, এই আন্দোলন কোনও দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য নয়, দেশের গরিব-মধ্যবিত্ত জনসাধারণের সন্তান-সন্ততিদের স্বার্থেই এই মহতী আন্দোলন।

গত ৪ জুন সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়ে আমরা বলেছিলাম, পূর্বতন সিপিএম সরকার ১৯৭৯ সালে প্রাইমারি স্তরে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা তুলে দিয়ে শিক্ষার ভিত্তিমূলে আঘাত হেনেছিল। এর উপর কেন্দ্রীয় সরকার 'শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯'-এর নামে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা তুলে দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে আরও বড় সর্বনাশ ডেকে আনে। আমরা শুরু থেকেই পশ্চিমবঙ্গে এবং ২০০৯ সাল থেকে গোটা দেশ জুড়ে পাশ-ফেল প্রথা চালু করার দাবিতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলি। এই দাবিতে গত ২০১২ সালের ১৪ই মার্চ কোটি কোটি স্বাক্ষর সহ দিল্লিতে পার্লামেন্ট অভিযান করি। পাশাপাশি রাজ্যে রাজ্যে শিক্ষাবিদ, বিচারপতি, বুদ্ধিজীবী, অভিভাবক ও শিক্ষক সমাজ প্রতিবাদ, কনভেনশন, বিক্ষোভ জানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ দিতে থাকেন। এই সমস্ত আন্দোলনের চাপে কেন্দ্রীয় সরকার রিভিউ কমিটি করতে বাধ্য হয় এবং ঐ কমিটি পুনরায় পাশ-ফেল প্রথা চালু করার পক্ষে রায় দেয়। কিন্তু রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রথা চালু করেনি।

আমরা ধর্মঘটের আহ্বান জানানোর সময় ৮ জুন একটি চিঠির দ্বারা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ৭ জুলাইয়ের মধ্যে এ বিষয়ে সরকারি অভিমত জানাতে বলি। ৭ জুলাই পর্যন্ত কোনও রকম জবাব না পেয়ে ৮ জুলাই আমরা একই দাবি আবার জানিয়ে বলি, সরকার যদি আগামী শিক্ষা বর্ষেই প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালু করার নির্দিষ্ট পদক্ষেপ ঘোষণা না করে, তা হলে ধর্মঘটের সিদ্ধান্তে অটল থাকতে আমরা বাধ্য হব।

এরপরে ১০ জুলাই মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী পার্থ চ্যাটার্জী আমাদের ফোন করে জানান যে, প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল প্রথা চালু করার বিষয়ে রাজ্য সরকার আমাদের সাথে সহমত। তিনি এও জানান, রাজ্য সরকার ৮ মাস আগে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন। আমরা শিক্ষামন্ত্রীকে বিস্ময়ের সঙ্গে বলি, 'আপনারা কত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আপনাদের বক্তব্য খোলাখুলি বলেন, চাপ দেন, অথচ শিক্ষার মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনাদের এ হেন নিষ্ক্রিয়তা রাজ্যবাসীকে হতবাক করেছে।' উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'ঠিক আছে, আমি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে আগামী কালই আবার চিঠি দেব এবং সে বিষয়ে আপনাকে তার পরদিন ফোন করব।' সাথে সাথে তিনি অনুরোধ করেন, আমরা যেন ১৭ জুলাইয়ের ধর্মঘট প্রত্যাহার করি। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ১১ জুলাই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে পাশ-ফেল প্রথা পুনঃপ্রবর্তনের জন্য 'শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯'-কে সংশোধন করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা লিখে চিঠি দেন।

এ কথা আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি এবং সকলেই তা স্বীকার করবেন যে, আমাদের দলের আহ্বানে সাধারণ ধর্মঘটের প্রতি ব্যাপক অংশের মানুষের অভূতপূর্ব সমর্থন রাজ্য সরকারের নিষ্ক্রিয়তাকে ভাঙতে পেরেছে। এবং যথারীতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে চিঠি দেওয়ার পর ১২ জুলাই শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের ফোনে কথা হয়। তিনি আশ্বাস দেন, কেন্দ্রের সম্মতি পেলেই তাঁরা রাজ্যে পাশ-ফেল প্রথা প্রথম শ্রেণি থেকেই চালু করবেন। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী পার্থ চ্যাটার্জী পরের দিন অর্থাৎ ১৩ জুলাই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে দেওয়া দুটি চিঠির প্রতিলিপি এবং তাঁর নিজের অভিমত জানিয়ে আমাদের কাছে চিঠি পাঠান। রাজ্য সরকারের এই সক্রিয়তা নিঃসন্দেহে জনগণেরই জয়। প্রসঙ্গত এ-ও উল্লেখযোগ্য যে 'শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯'

লোকসভায় উত্থাপনের সময়ে তৃণমূল কংগ্রেস লোকসভায় পাশফেল প্রথা তুলে দেওয়ার পক্ষেই বক্তব্য রেখেছিল। শুধু তাই নয়, বিধানসভাতেও ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে এই প্রসঙ্গে আমাদের দলের বিধায়ক কমরেড তরুণ নস্কর পাশ-ফেল প্রথা প্রথম শ্রেণি থেকে চালু করার পক্ষে একটি প্রস্তাব এনেছিলেন, তৃণমূল সরকার সংখ্যাধিক্যের জোরে তা তুলতেই দেয়নি। নিঃসন্দেহে জনগণের আবেগ সমৃদ্ধ এই আন্দোলনের চাপেই বর্তমানে রাজ্য সরকার তাদের মত পরিবর্তন করেছে। এটা জনগণেরই জয়।

আমরা জনসাধারণের অভূতপূর্ব আবেগ ও ব্যাপক সমর্থনের জন্য এবং তাঁদের বিপুল অংশের সক্রিয়ভাবে ধর্মঘটের প্রস্তুতিতে অংশ নেওয়া, বিভিন্ন পরামর্শ দেওয়া ও আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য তাঁদের সকলকে ও অগণিত প্রতিষ্ঠান, সমিতি, সংস্থা যেভাবে উদ্যোগ ও ভূমিকা নিয়েছেন সেগুলির পদাধিকারীসহ সদস্যবৃন্দকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং তারই সাথে আমাদের দলের অসংখ্য কর্মী-সমর্থক ও জনসাধারণ ধর্মঘটের প্রচারে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তার জন্য তাদের প্রতিও সংগ্রামী অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

এ অবস্থায় রাজ্য সরকারের উপরোক্ত নির্দিষ্ট বক্তব্য, পদক্ষেপ এবং প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে আমরা ১৪ জুলাই রাজ্য কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত করে ১৭ জুলাইয়ের সাধারণ ধর্মঘট প্রত্যাহার করছি। রাজ্য সরকারের কাছে আমাদের সুস্পষ্ট দাবি এবং পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরের জনসাধারণও চান, শুধু চিঠি পাঠানোতেই দায়িত্ব শেষ না করে অন্যান্য কিছু বিষয়ে রাজ্য সরকার যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে, সেইভাবে শিক্ষা যুগ্ম তালিকায় থাকার সুবাদে বিধানসভায় রাজ্য সরকার বিল এনে যাতে আগামী শিক্ষাবর্ষেই প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল প্রথা চালু করতে পারে তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। **সরকার যদি আগামী শিক্ষাবর্ষে পাশ-ফেল প্রথা চালু না করে তাহলে জনসাধারণের স্বার্থে অবশ্যই বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে আমাদের দল বাধ্য হবে।**